দৈনিক জনকণ্ঠ

149

তারিখ MAR. 09 2000
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

নকলরোধে পরীক্ষা অপরাধ আইনের আওতায় সংক্ষিপ্ত আদালত স্থাপনের প্রস্তাব

জেলা প্রশাসক সম্মেলন

আহমেদ দীপু

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকল রোধ এবং কেন্দ্রের চারপাশের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের আওতায় সংক্ষিপ্ত আদালত স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে। যাতে এ আদালতে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহ ও পরিবেশ বিঘ্নকারীদের আটক করে দ্রুত বিচার করা যায়। পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশের পাশাপাশি প্রয়োজনে আনছার মোতায়েনের সিদ্ধান্তও হয়েছে।

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

নকলরোধে পরীক্ষা

(১৬-এর পাতার পর)

বুধবার ঢাকায় তিন দিনব্যাপী জেলা প্রশাসকদের সম্মেলন শুরু হয়েছে। এদিন সকালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসিদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত আলোচনায় এসএসসি পরীক্ষায় নকলের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। এই অধিবেশনে শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এতে সারা দেশ থেকে আগত জেলা প্রশাসকদের পক্ষে ছ'জন ডিসি বক্তৃতা করেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারির বিষয় নিয়েই আলোচনা শুরু হয়। ডিসিদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে ১০ জন লোক কেন্দ্রে আসে। এতে লোক সমাগম হয় প্রচুর। এদের মুখের কথা দিয়ে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। বাধা দিতে হলে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। পুলিশের স্বল্পতার কারণে এটা সম্ভব নয়। এছাড়া লাঠিচার্জ করা হলে পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে সংঘর্ষ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। যা কোনভাবেই সুফল বয়ে আনবে না। এ ক্ষেত্রে জারিকৃত ১৪৪ ধারা রক্ষা করতে হলে পরীক্ষার্থীর অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে।

গ্রামগঞ্জ থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো থানা সদরে স্থানান্তরের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত এসেছে যে, এখনই কেন্দ্র স্থানান্তর সম্ভব নয়। কারণ প্রথমত থানা সদরে একসঙ্গে এত পরীক্ষার কেন্দ্র তৈরি করা এবং পরীক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর করতে গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকাতেও বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রগুলো থানা সদরে আনার প্রস্তাব স্থগিত করা হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষায়, পরীক্ষা (অপরাধ) আইন কার্যকর নয় বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। এটা দমন করতে হবে। আইন কার্যকর না হওয়ার কারণ হচ্ছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়। নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার হল সুপারকেই মামলা করার কথা। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ করে মামলার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণেই মামলা দায়ের করা হয় না। যেমন সাতক্ষীরার কলারোয়া কেন্দ্রে যে ঘটনা এবার ঘটেছে, তার জন্য মামলা হয়েছে। কিন্তু কেউ সাক্ষ্য দিতে আসছে না। ফলে একপর্যায়ে মামলা ঝুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই কেউ মামলা করতে উৎসাহী হয় না। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের আটক করে দ্রুত বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত আদালত গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সকল পাবলিক পরীক্ষা (যেমন এসএসসি, মাদ্রাসা, কারিগরি বোর্ড ইত্যাদি) একসঙ্গে শুরু না করার জন্য জেলা প্রশাসকরা অনুরোধ জানিয়েছেন। এতে কেন্দ্রের পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা অনেক সহজ হবে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

এর পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এতে গণসাক্ষরতার কার্যক্রম আরও দ্রুত এগিয়ে নেয়ার জন্য তাগিদ দেয়া হয়। মাঠপর্যায়ে সাক্ষরতার কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীদের সম্মানীভাতা সময়মতো পরিশোধ করা যাচ্ছে না বলে জেলা প্রশাসকরা উল্লেখ করেন। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত টাকা ছাড় করানোর ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তারা এই জটিলতা নিরসনের জন্য অনুরোধ জানায়। একই দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আজ এবং আগামীকালও বৈঠক চলবে।